মামুনুল হক ও সেই নারীকে নিয়ে সংসদে যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁও রিসোর্টে হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকের সঙ্গে যে নারী ছিলেন তিনি তার স্ত্রী নন বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

রোববার হাটহাজারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সোনারগাঁওয়ে তাণ্ডবের প্রসঙ্গে ৩০০ বিধিতে জাতীয় সংসদে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি এ দাবি করেন। খবর ইউএনবির

নারী নিয়ে রিসোর্টে মামুনুল হকের অবস্থান এবং পরবর্তী সময়ে হামলার ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ‘সোনারগাঁও উপজেলার একটি রিসোর্টে মামুনুল হক এক নারীকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার স্ত্রী নন। এ বিষয়ে আমি আরও ঘটনা জেনে সবাইকে জানাব।’

মন্ত্রী বলেন, টেলিভিশনে ঘটনাটি প্রচারের পরে হেফাজত লোকেরা কেন রিসোর্টটিতে হামলা করেছিল তা তিনি জানেন না।

‘সেখানে কয়েকজন বিদেশি ছিলেন। পুলিশ ও বিজিবি গিয়ে তাদের রক্ষা করেছে’, বলেন তিনি।

দেশব্যাপী সম্প্রতি হেফাজতের তাণ্ডবের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হঠাৎ করে এই ধরনের তাণ্ডব কেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা তদন্ত করে দেখছি। যারাই তাণ্ডব করে থাকুক তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।’

প্রসঙ্গত শনিবার হেফাজত নেতা মামুনুল হককে এক নারীসহ রিসোর্টে আটক করেন স্থানীয়রা। মামুনুল হক ওই নারীকে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেছেন। তাকে আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে হেফাজত কর্মী ও তার

অনুসারীরা রাতে রিসোর্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে মামুনুলকে সেখান থেকে নিয়ে যান তারা।

বরকতময় রজনী শবেবরাতে করণীয়

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, শয়তানের কুমন্ত্রণায় বা নফসের তাড়নায় মানুষ বিপথগামী হয় বা পাপাচারে লিপ্ত হয়।

মানুষের পাপ বা গুনাহ মোচনের জন্য আল্লাহতায়ালা তওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। বিশেষ কিছু দিবস ও রজনী দিয়েছেন, এর মধ্যে অন্যতম হলো শবেবরাত।

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত ‘শবেবরাত’। শবেবরাত কথাটি ফারসি। শব অর্থ রাত, বরাত অর্থ মুক্তি; শবেবরাত মানে মুক্তির রজনী।

আরবি হলো ‘লাইলাতুল বরাত’। হাদিস শরিফে একে ‘নিসফ শাবান’ বা শাবান মাসের মধ্যরাত বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বাণী: ‘হা মিম! শপথ! সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি। এ হলো আপনার প্রভুর দয়া, নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন ও জানেন।

তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এ উভয়ের মধ্যে যা আছে, সেসবের রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করো, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনিই তোমাদের লালন-পালনকারী আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। তবু তারা সংশয়ে খেলা করে। তবে অপেক্ষা করো সেদিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে।’ (সুরা দুখান, আয়াত: ১-১০)।

মুফাসসিরিনগণ বলেন, এখানে ‘লাইলাতুম মুবারাকা’ বা বরকতময় রজনী বলে শাবান মাসের পূর্ণিমা রাতকেই বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে মাযহারি, রুহুল মাআনি ও রুহুল বায়ান)।

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহতায়ালা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে মাখলুকাতের দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহিহ্ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫)।
হজরত আওফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে ইবনে খুজাইমা হজরত আবুবকর (রা.) থেকে এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৯০, রাজীন: ২০৪৮; সহিহ্ ইবনে খুজাইমা, কিতাবুত তাওহিদ, পৃষ্ঠা: ১৩৬)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহতায়ালা এ রাতে বিদ্বেষ পোষণকারী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যাকারী ছাড়া বাকি সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭৬)।

হজরত উসমান ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ রাতে আল্লাহতায়ালা মুশরিক ও ব্যভিচারিণী ছাড়া সবার ইচ্ছাপূরণ করে থাকেন। (শুআবুল ইমান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮৩)।

হজরত আবু সালাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন শাবানের মধ্যরাত আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাখলুকাতের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান; মুমিনদিগকে ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের ফিরে আসার সুযোগ দেন এবং হিংসুকদের হিংসা পরিত্যাগ ছাড়া ক্ষমা করেন না। (কিতাবুস সুন্নাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮২)।

হাদিস শরিফে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতে মদিনার কবরস্থান ‘জান্নাতুল বাকি’তে এসে মৃতদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
তিনি আরও বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, এ রাতে বনি কালবের ভেড়া বকরির পশমের পরিমাণের চেয়েও বেশিসংখ্যক গুণাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি শরিফ: ৭৩৯)।

হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: ১৪ শাবান দিবাগত রাত যখন আসে, তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখো; কেননা এদিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং

আহ্বান করেন- কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছো কি? আমি ক্ষমা করব; কোনো রিজিকপ্রার্থী আছো কি?

আমি রিজিক দেব; আছো কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে উদ্ধার করব। এভাবে ভোর পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা বান্দার বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ: ১৩৮৪)।

শবেবরাত উপলক্ষে রোজা রাখা, নামাজ পড়া, নামাজে কিরাত ও রুকু- সিজদা দীর্ঘ করা; কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করা; দরুদ শরিফ বেশি বেশি পড়া; ইস্তিগফার বেশি পরিমাণে করা; দোয়া কালাম, তাসবিহ তাহলিল, জিকির আসকার ইত্যাদি করা; কবর জিয়ারত করা; নিজের জন্য, পিতা- মাতার জন্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও মুমিন মুসলমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করা উত্তম।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের চোখে শবেবরাত

ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদদের ফকিহ বলা হয়। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো বিভিন্ন ফকিহ-মনীষীও শবেবরাতের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

ফিকহে হানাফির চোখে: আল্লামা শামি, ইবনে নুজাইম, আল্লামা শরমবুলালি, শায়খ আবদুল হক দেহলবি, মাওলানা আশরাফ আলী থানবি, মাওলানা আবদুল হক লখনবি, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ উলামায়ে হানাফিয়ার অভিমত হলো, শবে বরাতে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী রাত জেগে একাকী ইবাদত করা মুস্তাহাব।

তবে এর জন্য জামাতবদ্ধ হওয়া যাবে না। (আদ-দুররুল মুখতার: ২য় খণ্ড, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা/ আল বাহরুর রায়েক: ২য় খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা/ মারাকিল ফালাহ: ২১৯ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে শাফেয়ির চোখে: ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে, শাবানের ১৫তম

রাতে অধিক পরিমাণ দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (কিতাবুল উম্ম : ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে হাম্বলির চোখে: ইমাম ইবনে মুফলি হাম্বলি (রহ.), আল্লামা মনসুর আল বাহুতি, ইবনে রজর হাম্বলি প্রমুখ হাম্বলি উলামায়ে কেরামের মতে, শবে বরাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব। (আল মাবদা: ২য় খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা/ কাশফুল কিনা: ১ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)।

ফিকহে মালেকির চোখে: ইবনে হাজ মালেকি (রহ.) বলেন, সালফে সালেহিনরা এ রাতকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। (আল মাদখাল: ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চোখে: আবদুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ১৫ শাবানের রাতের ফজিলত সম্পর্কে একাধিক মারফু হাদিস এবং আসারে সাহাবা বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা এ রাতের ফজিলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

সালফে সালেহিনের কেউ কেউ এ রাতে নফল নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোজার ব্যাপারে তো সহিহ হাদিসগুলোই রয়েছে। (ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকিম: ২য় খণ্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর চোখে: হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেন, হাদিসে শবে বরাতের তিনটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করাকে সওয়াব ও বরকত লাভের উপায় বলা হয়েছে।

প্রথমত, ১৫ তারিখ রাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। সঙ্গে সঙ্গে গরিব-মিসকিনদের কিছু দান করে সে দানের সওয়াবটুকু ওই মৃতদের নামে বখশে দিলে আরও ভালো হয়। সেই মুহূর্তে হাতে না থাকলে, অন্য সময় গোপনে কিছু দান করে দেওয়া উচিত।
দ্বিতীয়ত, রাত জেগে একা একা বা বিনা দাওয়াতে জড়ো হয়ে যাওয়া দু- চারজনের সঙ্গে ইবাদতে মশগুল থাকা। তৃতীয়ত, শাবানের ১৫ তারিখ নফল রোজা রাখা।

মুফতি তাকি উসমানির চোখে: শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি (দা.বা.) বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, নফল ইবাদত এমনভাবে করবে, সেখানে কেবল তুমি আছ, আর আছেন আল্লাহ। তৃতীয় কেউ নেই। সুতরাং যে কোনো নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, এতে জামাত করা মাকরুহে তাহরিমি ও নিষিদ্ধ। (ইসলাহি

খুতুবাত : ৪র্থ খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানির চোখে: আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ আল মুজাল্লাদাতুল কামিলাহ’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১১৪৪নং অধ্যায়ের ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় শবে বরাত সম্পর্কে হাদিস এনে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা হলো- হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহতায়ালা তাঁর সব মাখলুকের প্রতি মনোযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

(সহিহ ইবনে হিব্বান: হাদিস ৫৬৬৫, আল-মুজামুল আওসাত: হাদিস ৬৭৭৬, আল-মুজামুল কাবির: হাদিস ২১৫, সুনানে ইবনে মাজা: হাদিস ১৩৯০)।

হেফাজতের হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হচ্ছে

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, হেফাজতের ডাকা হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হতে পারে। এরআগে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেতা-কর্মী ও প্রতিবাদী মুসল্লিদের হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে শনিবার (২৭ মার্চ) সারা দেশে বিক্ষোভ এবং রবিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেয় হেফাজতে ইসলাম।

হেফাজতের আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচি দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় পল্টনে ঢাকা মহারগর হেফাজতের সাধারণ সম্পাদক মামুনুল হক তার পক্ষে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

হেফাজতের ডাকা হরতালে আজ রবিবার সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ করা হয়।

হেফাজত-পুলিশ সংঘর্ষ, ওসিসহ ৫ পুলিশ আহত

হেফাজত-পুলিশ সংঘর্ষে ওসিসহ ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ সময় দুইজন দারোগার ২টি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা ওসির গাড়ি ভাংচুর করে।

রোববার দুপুরে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে এ ঘটনায় আহত পুলিশ সদস্যদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আজমিরীগঞ্জ থানার ওসি নূরুল ইসলাম জানান, উপজেলার বানিয়াচং- আজমিরীগঞ্জ সড়কের নগর পয়েন্টে কিছু লোক রাস্তা অবরোধ করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গেলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৭-৮শ’ লোক জড়ো হয়।

এ সময় তারা হামলা চালিয়ে এএসআই নিজাম উদ্দিনসহ দুইজন দারোগার মোটরসাইকেলে আগুন দেয়। ওসির গাড়িও ভাংচুর করা হয়। হামলায় আহত ওসি নূরুল ইসলাম, এসআই পুনয়েল ও এসআই নজিবরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

হেফাজতের হরতালে ‘বিএনপি জামায়াত শিবির’, হামলা ভাংচুর

হেফাজতে ইসলামের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চিটাগাং রোড এলাকা থেকে শুরু করে ডেমরা-মাতুয়াইলের সাইনবোর্ড পর্যন্ত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

রোববার সকাল থেকেই হেফাজতের নেতাকর্মীদের সঙ্গে র্যাব-পুলিশ ও বিজিবির দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ

সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন কাঁদানে গ্যাস, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে।

এদিকে পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাওয়ার এক পর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টায় হরতাল সমর্থকদের ওপর রাবার বুলেট ছুড়ে বিজিবি। এ সময় সাকিল নামে এক পথচারীসহ ৫জন হেফাজতকর্মী গুলিবিদ্ধ হয় বলে জানা গেছে। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

এ ছাড়া সকাল থেকেই হেফাজত ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় অর্ধশতাধিক হেফাজতের নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ১০ জন হরতাল সমর্থককে আটক করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, রোববার ভোর থেকেই রাজধানীর অন্যতম প্রবেশদ্বার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানিনগর ও মৌচাক এলাকায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা সমবেত হয়ে রাজধানীতে প্রবেশের চেষ্টা চালান। এ সময় রাজধানীর ডেমরা, কদমতলী ও যাত্রাবাড়ী থানাধীন সাইনবোর্ড এলাকাসহ সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লা থানা এলাকায় অবস্থান নিতে থাকে হেফাজতের লোকজন। তাদের সঙ্গে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের লোকজন ঢুকে হামলা ভাংচুর করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে সাইনবোর্ড এলাকায় হেফাজত ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। হেফাজত ইসলামের নেতাকর্মীরা ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কে সব যান চলাচল বন্ধ করে দিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে হরতাল পালন করে। এ সময় দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন প্রকার পণ্যবাহী যানবাহন ভাংচুর করে হরতাল সমর্থকরা। এ ঘটনায় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দিকে পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা হেফাজতের নেতাকর্মীদের সরাতে ব্যর্থ হওয়ার এক পর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিজিবির সদস্যরা। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষে শফিকুল ইসলাম (৬৭) ও শাকিল (৩৫) নামে দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং শাহাদাত (৩৫) নামে একজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শাকিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আর বাকি দুজনকে সিদ্ধিরগঞ্জের মা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় বিকাল ৩ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে মাদ্রাসাছাত্রদের ধাওয়া

দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। বর্তমানে উভয়পক্ষ সতর্ক অবস্থানে আছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র্যাব সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

এ বিষয়ে ওয়ারী জোনের উপপুলিশ কমিশনার শাহ ইফতেখার আহম্মেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে- হেফাজতের লোকজন ঢাকায় প্রবেশ করে অন্যান্য মাদ্রাসার সমন্বয়ে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। এ জন্য প্রশাসন অতিরিক্ত র্যাব, পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়। হরতাল সমর্থকদের কোনোভাবেই রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তাই হরতাল প্রতিরোধে সাইনবোর্ড এলাকায় প্রশাসনিক বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, হরতালের সমর্থনে সকাল থেকে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে। পুলিশের উপস্থিতিতে তারা শিমরাইল ইউটার্ন এলাকায় লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়। তারা সড়কে টায়ার, বাঁশ, কাঠ, চৌকি, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। হরতাল সমর্থকরা মহাসড়কের যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকালে হেফাজতের নেতাকর্মীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কের কয়েকটি স্থানে গাছের গুঁড়ি, বিদ্যুতের ঢালাই পোল (খুঁটি) সড়কে ফেলে ও টায়ার, কাঠ-বাঁশে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ রেখেছেন। এদিন ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কের সানারপাড় এলাকায় একটি ট্রাক ও একটি মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় হরতাল সমর্থকরা। এছাড়া সংবাদকর্মীদের মোটরসাইকেল, গাড়ি ভাংচুর করে হরতাল সমর্থকরা। তবে ওয়ারী জোনের যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, কদমতলী থানা এলাকা, গেন্ডারিয়া ও শ্যামপুর থানা এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখা গেছে।

এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শটগানের গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে যানবাহন চলাচল করার চেষ্টা চালিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে ডেমরার গলাকাটা, স্টাফ কোয়ার্টার এবং সাইনবোর্ড এলাকায় সকাল থেকে মোটরসাইকেলে মহড়া দেন ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লাপুত্র মশিউর রহমান মোল্লা সজল। এ সময় ডেমরা ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় ডিএসসিসির ৬৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান ও ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড

কাউন্সিলর সালাহ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সড়কে হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। রা হরতাল প্রতিরোধ করে সড়কে যানবাহন চলাচলের চেষ্টা চালান।

মাতুয়াইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শান্তনূর খান শান্ত নেতৃত্বে সাইনবোর্ড সড়কের বাদশা মিয়া রোডে হরতালবিরোধী মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। ধোলাইপাড় কদমতলী থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৫৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আকাশ কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে হরতালবিরোধী লাঠি মিছিল হয়।

এ বিষয়ে ডেমরা থানা অওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মোল্লা সজল বলেন, হরতালের নামে নাশকতা সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে হেফাজতে ইসলাম। আর নেপথ্যে তাদেরকে মদদ দিচ্ছে বিএনপি-জামায়াত। কিন্তু হরতাল সমর্থকদের প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের প্রতিবাদ ও হেফাজতের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রাণহানির ঘটনায় হরতাল ডাকে হেফাজতে ইসলাম।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী মিছিল

বাংলাদেশ হেফাজত ইসলামের রবিবার দিন ব্যাপি ডাকা হরতালের কোন প্রভাব ঝিনাইদহে পড়েনি। সকাল রাস্তায় যান চলাচলা স্বাভাবিক ছিল তাছাড়া অন্যান্য দিনের মতই শহরের দোকান-পাট ছিল খোলা।

এদিকে সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসময় অংশগ্রহণকারীরা হরতাল বিরোধী ও হেফাজতের নাশকতামুলক কর্মকান্ড বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে থাকে। এছাড়াও শহরের

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়।

হাটহাজারীতে হেফাজত নেতার ছেলেকে ছাত্রলীগের মারধর

চট্টগ্রামে হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে সালেম (২০) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রকে মারধর করেন ছাত্রলীগকর্মীরা।

রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

মাদ্রাসাছাত্র সালেম হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইদ্রিসের ছেলে বলে জানা গেছে।

এদিকে হাটহাজারী মাদ্রাসার আন্দোলনরত ছাত্র ও হেফাজত নেতৃবৃন্দরা চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হচ্ছে। সকাল থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উপজেলার কোথাও হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায়নি। তবে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ছাত্রলীগের কর্মীরা মাদ্রাসাছাত্র সালেমকে মারধর করে।

এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সরিয়ে দেন। ওই ঘটনার রেশ ধরে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের ত্রিবেণী মোড়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা জড়ালে চট্টগ্রামের এসপি রাশিদুল হক বিষয়টি সুরাহা করেন।

ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইদ্রিস জানান, মাদ্রাসাছাত্ররা হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অবস্থান নিলে ছাত্রলীগকর্মীরা তাদের বাধা দেন। এ সময় তারা আমার ছেলেকে

মারধর করেন। পরে পুলিশ সদস্যরা তাকে উদ্ধার করেন এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সরিয়ে দেন।

এ ছাড়া বেলা সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম রাঙামাটি মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার পর পর হাটহাজারী মাদ্রাসার সামনে আবারও বিক্ষোভ করেন ছাত্ররা।

হরতালের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। এর আগে থেকেই সংঘর্ষের কারণে চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি মহাসড়ক বন্ধ করে দেন মাদ্রাসাশিক্ষার্থীরা।

এদিকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হাটহাজারীর বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ, র্যা ব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সাত প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত শুক্রবার দুপুর থেকে মাদ্রাসাছাত্র ও পুলিশের সংঘর্ষে চারজন নিহতের হওয়ার ঘটনা থেকে চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ রয়েছে আজ রোববার বেলা ১০টা থেকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করছেন হরতাল পালনকারীরা।

হেফাজতের ঢাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স ও বয়স্ক মানুষদের দুর্ভোগ বাড়ছে।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, যাত্রী সাধারণ পায়ে হেঁটে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছেছেন। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও গাড়ি চলাচল নেই, মাঝেমধ্যে অটোরিকশা চলাচল করছে। সড়কে পুলিশের সাজায়া যানসহ পুলিশ, র্যা ব বিজিবি টহল দিতে দেখা গেছে।

রোববার সকাল পৌনে ৭টার দিকে কথা হয় পোশাককর্মী সালমা বেগমের সঙ্গে। তিনি বলেন, হরতালের কারণে পায়ে হেঁটে চাকরিতে যেতে হচ্ছে। আমাদের কষ্টের শেষ নেই। এগুলো দেখবে কে? বললেন তিনি।

ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মো. আবু তাহের। হাটহাজারী থানার সামনে তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, আমার বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলার খিরাম এলাকায়। চিকিৎসার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম। কিন্তু হরতালের মধ্যে ঢাকা থেকে

আসতে পারলেও চট্টগ্রাম শহর থেকে বাড়ি যেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে হাটহাজারী সদর থেকে।

হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, হরতালের শুরু থেকেই আমরা মাঠে আছি। তা ছাড়া তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সাত প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে হাটহাজারী মডেল থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। উপজেলার প্রতিটি পয়েন্ট পুলিশে মোতায়েন রয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সাদা পোশাকেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বাধীনতাবিরোধীরা ধর্মের নামে রাজনীতি করে মিথ্যাচার করছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি বলেছেন, ‘আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে নিয়ে যারা মিথ্যাচার করে জনগণকে ভুল বুঝিয়েছেন, আজকে তারাই ধর্মের নামে রাজনীতি করে মানুষকে মিথ্যাচার করছেন। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিপথগামী করতে চান তারা।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মানুষ করে গেছেন। বাঙালিরা যা বলে তা করে, তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। বাঙালিরা শত শত বছর ধরে ছিল শাসিত। বাঙালিরা কোনো দিন শাসন করতে পারেননি, সেই বাঙালিদের বঙ্গবন্ধু শাসক বানিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।’

রোববার লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদযাপন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান

অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু কোরআন সুন্নাহর আলোকে দেশ তৈরির জন্য যে ওয়াদা করে গেছেন, সে ওয়াদা তিনি পালন করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কোরআন সুন্নাহর আলোকে মানুষের কল্যাণে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যাচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। যারা স্বাধীনতাকে মেনে নেননি তারা বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া ও চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে নিয়ে মিথ্যাচার করেও কামিয়াব হবে না। ’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘যারা কোরআনের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চান, তারা কোনো দিনও সফল হবেন না। প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডে ১৭ কোটি মানুষের অবিচল আস্থা রয়েছে। শেখ হাসিনার হাত ধরে আমাদের অর্জন বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল, এ দেশকে তারা কিছুই দেননি। তারা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মিথ্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করতে চেয়েছিলেন।’

মিথ্যাচার না করে স্বাধীনতার সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান সমাজকল্যাণমন্ত্রী।

লালমনিরহাট জেলার জেলা প্রশাসক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালমনিরহাট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, পুলিশ সুপার আবিদা সুলতানা ও লালমনিরহাট পৌরসভার মেয়র রেজাউল করিম স্বপন প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ইমাম

হলেন সুবিদপুর মোল্লাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম-সাজেদুর রহমান

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার ৩ জন শ্রেষ্ঠ ইমামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক কে এম শাহীন কবীর জেলার ৩ জন শ্রেষ্ঠ ইমামদের নাম ঘোষণা করেন।
এতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের কাজী মোহাম্মদ আলীর ছেলে ও সুবিদপুর মোল্লাা পাড়া জামে মসজিদের ইমাম সাজেদুর রহমান প্রথম, নয়া হাঁপানিয়া গ্রামের রমজান আলীর ছেলে গাংনী উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম ইলিয়াস হোসেন দ্বিতীয় এবং তেতুলবাড়িয়া গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে পলাশীপাড়া জামে মসজিদের ইমাম সোহেল রানা ৩য় হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয়।